بسم الله الرحمن الرحيم

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

Press Release

23 March 2011

US Businessmen upbeat about trade and investment prospects in Bangladesh

US is Bangladesh's time-tested friend and the relationship between the two countries would grow deeper in future. This was said by Bangladesh Ambassador to the USA and State Minister H.E Mr. Akramul Qader today (March 23, 2011).Ambassador Qader was addressing a group of officials, business leaders and academics in a programme organized at the US Chamber of Commerce in Washington, DC featuring the Asia Society Report on US-Bangladesh Trade and Investment Relations. Mr. Jack Garrity, Executive Director of Asia Society Washington presented the report that covered both an update on important trade and investment statistics and discussions on Bangladesh's strategic options for enhancing bilateral trade and investments. Mr. Sajeeb Wazed, Information Technology Adviser to the Honourable Sheikh Hasina made remarks on Mr. Jack Garrity's presentation and took part in a lively question answer session. Ms. Tami Overby, Vice President (Asia) of the US Chamber of Commerce presided the event.

Ambassador Qader noted that it is a happy sign Bangladesh's export to the US surpassed US$ 4 billion in 2010. He, however, noted that the export figure could be much higher if the tariff burden was removed by the US authorities. He urged the US investors to take advantage of the investment friendly regime particularly in the potential sectors such as pharmaceuticals, IT and electronics.

In presenting important facts on the scope of doing businesses in Bangladesh, Mr. Jack Garrity mentioned that Bangladesh's investment potentials are yet to be fully tapped. In his remarks Mr. Sajeeb Wajed said that since assuming office, the present government in Bangladesh has taken initiatives to set up 50 new power plants: 15 government funded and 19 in private sector. The government envisages generating over 10,000 MW electricity by the year 2014, he added. Referring to the various measures taken by the present government to bring down the cost of doing business in Bangladesh, he pointed out that the processes now followed in acquiring factory lands and accessing bank loans are much simpler than in the past and the government has a grand plan to modernize highways, introduce cargo flights for Biman, construct a deep sea port with all modern facilities and a new airport with required cargo facilities. To get over the excessive reliance on the performance of one single sector in foreign trade, the speakers suggested that Bangladesh should think creatively in terms of developing both backward and forward linkages in the garment sector and enhance capacity for growth in other non traditional sectors such as processed food, pharmaceuticals, ship building, IT and so on.

The discussion was followed by a question and answer session. The participants posed questions on various aspects of trade and investment in Bangladesh. They showed keen interest in the steps taken by the government in these areas. They hailed the business promotion initiatives of the government. In response to a question on education sector reforms, Ambassador Akramul Qader pointed out that female education in rural Bangladesh is not only free, cash incentives are also provided to parents of female students to check drop-outs. The Bangladesh Ambassador thanked the Asia Society for their useful publication on Bangladesh’s foreign trade and investment.

Swapan Kumar Saha, Minister (Press), Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771\7830, e-mail: pressministerwash@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৩ মার্চ ২০১১

বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রশংসাঃ রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব আকরামুল কাদের আজ (২৩ মার্চ ২০১১) ওয়াশিংটনস্থ মার্কিন চেম্বার অব কমার্স ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়া সোসাইটি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত ''বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ'' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এক পরীক্ষিত বন্ধু। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানীর পরিমান ৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত কাদের জানান যে রপ্তানীর পরিমান আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেত, যদি মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের উচ্চহারে কর পরিশোধ করতে না হতো। বাংলাদেশে শিল্প খাত ক্রমবিকাশমান উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত কাদের বলেন যে প্রতি বছর বাংলাদেশ বিপুল পরিমান মূলধনী ও ভোগ্যপণ্য আমদানী করে, যা বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে অনেক সম্ভাবনাময় শিল্পে বিনিয়োগ করার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে পারেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় শেখ হাসিনার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ, মার্কিন চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি (এশিয়া) মিস্ তামি ওভারবি, শেভরনের ব্যবস্থাপক মিস্ লরা হাডসন, এশিয়া সোসাইটি ওয়াশিংটনের নির্বাহী পরিচালক জনাব জ্যাক গ্যারিটি বক্তব্য রাখেন। জনাব গ্যারিটি বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে এশিয়া সোসাইটি কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে সরাসরি ও পোর্টফোলিও বৈদেশিক বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে । এ সুযোগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৈরী পোশাক শিল্পের উপর বাংলাদেশের নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

অনুষ্ঠানে জনাব সজীব ওয়াজেদ বলেন যে, ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে গত ২ বছরে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে, যার ফলশ্রুতিতে ৫০টি নূতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১০ হাজার মেগাওয়াটের অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে যার ফলশ্রুতিতে চলমান ঘাটতি পূরণ সম্ভব হবে। জনাব ওয়াজেদ আরো বলেন যে, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকার ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন

করেছে। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগ আধুনিকায়ন করা হবে। বাংলাদেশ বিমানকে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করতে সক্ষম করা হবে, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মান করা হবে এবং কার্গো সুবিধাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক বিমানবন্দর নির্মান করা হবে।

শিক্ষা খাতে সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত কাদের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জানান যে বাংলাদেশে (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে) নারী শিক্ষা সম্প্রাসরণে সরকার বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছে এবং উপবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বক্তারা বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড শিল্পের সম্প্রসারণ ও কতিপয় সম্ভাবনাময়ী নূতন শিল্প স্থাপনে (যেমনঃ প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য, ঔষধ, জাহাজ নির্মান, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত কাদের বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি কার্যকরী প্রকাশনার জন্য এশিয়া সোসাইটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে তারা এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মার্কিন চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি মিস তামি ওভারবি।

স্বপন কুমার সাহা, মিনিস্টার (প্রেস), বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি ফোন ঃ ২০২-২৪৪-৫০৭১, ফাক্স ঃ ২০২-২৪৪-২৭৭১/৭৮৩০ ই-মেইল ঃ pressministerwash@yahoo.com